36

0 6 MAY 1998
তারিখ ... 06 MAY 1998
পৃষ্ঠা: ২৭ কলাম ৫

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলে ব্যাপক ঘাপলা ॥ পরীক্ষা না দিয়াও বৃত্তিলাভ

দাউদকান্দি সংবাদদাতা ॥ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ না নিয়াও বৃত্তিলাভ, একই ছাত্রের ডবল বৃত্তিপ্রাপ্তি এবং ৩টি থানায় নির্ধারিত বৃত্তি না পাওয়াসহ বহু অনিয়ম এবং ঘাপলার মধ্য দিয়া চট্টগ্রাম বিভাগের ১৯৯৭ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৯৮ সালের ৭ এবং ৮ই জানুয়ারী এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ই এপ্রিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপ-পরিচালকের প্রজ্ঞাপন মারফত যে ফলাফল প্রকাশিত হয় উহাতে দেখা যায়, কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার পূর্ণমতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ফাহমিদা সুলতানা (ক্রমিক নং-২১৮), হরিনধরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ শফিউল বাশার (ক্রমিক নং-৯৯৪), পয়াত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ আলাউদ্দীন (ক্রমিক নং-১১২২), পূর্ণমতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী তানিয়া আক্তার (ক্রমিক নং-২২০), লোয়ারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী টিংকু রানী ঘোষ (ক্রমিক নং-৭৩৪) এবং উত্তরপূর্ব কণ্ঠনগর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র গোলাম কিবরিয়া (ক্রমিক নং-৪৮৫) পরীক্ষায় অংশ না নিয়াই বৃত্তিলাভ করিয়াছে। একই পরীক্ষায় বুড়িচং থানার পূর্ব সাদকপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সঞ্জিতা রানী সূত্রধর (ক্রমিক নং ৪৬০) ট্যালেন্টপুল এবং সাধারণ বৃত্তি পাইয়াছে। এদিকে চান্দিনা থানায় ৬টি ট্যালেন্টপুল ও ২৪টি সাধারণ বৃত্তির একটিও কেহ পায় নাই। একই অবস্থা হইয়াছে ব্রাহ্মণপাড়া থানার ৪টি ট্যালেন্টপুল ও ১৬টি সাধারণ বৃত্তির ক্ষেত্রে।

মুরাদনগর থানার ৬টি ট্যালেন্টপুল বৃত্তির মধ্যে মাত্র ২টি বৃত্তি পাইয়াছে। ৪২টি সাধারণ বৃত্তির একটি ও কেহ পায় নাই।

নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক থানায় প্রতিটি ইউনিয়নে ২টি করিয়া সাধারণ বৃত্তির কোটা রহিয়াছে। শর্ত হইল কমপক্ষে ৩৩ নম্বর পাইতে হইবে অর্থাৎ কোয়ালিফাইং মার্ক হইল ৩৩। যদি কোন ইউনিয়নের পরীক্ষার্থীরা ৩৩ নম্বর না পায় তাহা হইলে সম্পূরক বৃত্তি হিসাবে অন্য ইউনিয়নের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিগুলি বন্টন হইবে। চান্দিনা আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়া বলেন, এই বিদ্যালয় হইতে প্রতি বছরই ট্যালেন্টপুল এবং সাধারণ মিলাইয়া ৮/১০ জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পাইয়া থাকে এবং এই বছরও কমপক্ষে ৮/১০ জন পাওয়ার কথা। একজন ছাত্রী সমগ্র জেলায় প্রথম হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল। অথচ সে সাধারণ বৃত্তিও পায় নাই। একই ধরনের চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন মুরাদনগর ও ব্রাহ্মণপাড়া থানার বহু স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বিষয়টি অবিলম্বে তদন্ত করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হইলে শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ কোর্টে মামলা করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া জানান।